বক্সার বিদ্রোহ
Boxer Rebellion

1895 খ্রীষ্টাব্দে জাপানের হাতে চীনের শোচনীয় পরাজয়, 1897-98 খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কর্তৃক চীনাদের প্রতি খ্রীষ্টান মিশনারীদের দুর্ব্যবহার প্রভৃতি ঘটনার হিংস্র প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হয়েছিল 1900 খ্রীষ্টাব্দের *বক্সার* বিদ্রোহের মধ্যে। *বক্সার বিদ্রোহ*-কে মূলত একটি কৃষক বিদ্রোহ বলা হলেও তা চীনের প্রথম কৃষক বিদ্রোহ ছিল না এবং পূর্বতন বিদ্রোহগুলির সঙ্গে তার অবশ্যই কিছু পার্থক্য ছিল। কিন্তু পূর্বতন বিদ্রোহগুলির সঙ্গে বক্সার বিদ্রোহের পার্থক্য বুঝতে গেলে বক্সার বিদ্রোহের প্রকৃতিকে প্রথমে বোঝা দরকার।

বক্সার বিদ্রোহের প্রকৃতি আলোচনা করতে গিয়ে ঐতিহাসিক *জঁা শেনো* তাঁর *"China from the Opium War to the 1911 Revolution"* গ্রন্থে বলেছেন, বক্সার অভ্যুত্থান ছিল চীনাদের একটি জাতীয়তাবাদী প্রতিক্রিয়া এবং খ্রীষ্টান মিশনারী ও ধর্মান্তরিত চীনা খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে জেহাদ। তা ছাড়াও তাঁর মতে, এটি ছিল গুপ্ত সমিতির নেতৃত্বাধীন একটি কৃষক বিদ্রোহ। ঐতিহাসিক *জ্যাক গে* তাঁর *"Rebellions and Revolutions : China from the 1800s to the 2000"* গ্রন্থে বলেছেন, বক্সার বিদ্রোহীদের মূল উদ্দেশ্য ছিল বিদেশীদের চীন থেকে বিতাড়িত করা। ঐতিহাসিক *ফেয়ারব্যাঙ্ক* *"East Asia : Tradition and Transformation"* গ্রন্থে বলেছেন, চীনা জনজীবনে যে গভীর সঙ্কট দেখা গিয়েছিল, বক্সার বিদ্রোহ ছিল তার বিরুদ্ধে এক প্রত্যক্ষ সংগ্রাম বা *'direct action'*।

আসলে জাপানের হাতে চীনের পরাজয়ের পর চীনে বিদেশী আগ্রাসন বৃদ্ধি পেয়েছিল। নানাস্থানে তারা জমি দখল করতে থাকে, ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি কারখানা, জাহাজ ভেড়ানোর জেটি প্রভৃতি তৈরি করতে থাকে। নানাভাবে চীনা মানুষদের খ্রীষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করা হতে থাকে। এস. এল. তিখভিনস্কি বলছেন, এইসব ঘটনাই বিদেশীদের বিরুদ্ধে চীনাদের মনকে বিষাক্ত করে তুলেছিল। পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে চীনের জনসংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তাইপিং বা নিয়েন বিদ্রোহের সময় কিছু মানুষ মারা গেলেও এই বৃদ্ধির হার ছিল প্রায় অপরিবর্তিত। A. Feuerwereker দেখাচ্ছেন, 1873 থেকে 1893 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জনসংখ্যা বেড়েছিল প্রায় ৪%, কিন্তু চাষযোগ্য জমির পরিমাণ বেড়েছিল মাত্র 1%। মূলধনের অভাবে নতুন উৎপাদনপদ্ধতি ব্যবহার করাও ছিল অসম্ভব। ফলে কৃষকদের অবস্থা ক্রমাগত শোচনীয় হতে থাকে। বিভিন্ন স্থান থেকে কৃষকরা চলে যেতে শুরু করলে সেইসব স্থানে আবার শ্রমের ঘাটতি দেখা দেয়। এরসঙ্গে কখনও কখনও যুক্ত হয়েছিল বন্যা, খরা বা অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মত নানা পরিস্থিতি। বিদেশী শক্তির বিকাশের ফলে যে সমস্ত কারখানার দ্রব্য বাজারে আমদানী হতে শুরু করেছিল তার ফলে কুটির শিল্পের সঙ্গে যুক্ত গ্রামের মানুষদের রুটির সংস্থান করা বেশ কষ্টকর হয়ে পড়ে। রেলপথ স্থাপন বা পরিবহনের অন্যান্য ব্যবস্থার ফলে পুরাতন পরিবহন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত মানুষেরা বেকার হয়ে গিয়েছিল। চীনের খাদ্য রপ্তানী হলেও তার দাম বৃদ্ধি কখনোই চীনের আমদানী দ্রব্যের মূল্যকে অতিক্রম করতে পারেনি। এই ধরণের নানা পরিস্থিতির জন্য তারা বিদেশী শাসনকেই দায়ী করতে শুরু করে।

এইরকম পরিস্থিতিতেই Yi Ho-tuan নামে বক্সিং সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংগঠনে চীনের চিরাচরিত তিনটি ধর্মীয় ভাবনার সহাবস্থান দেখা যায়, যথা— বৌদ্ধধর্ম, কনফুসিয়বাদ ও তাওবাদ। তারা নানারকম আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সদস্যদের দীক্ষিত করত এবং তাদের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল বিদেশীদের চীন থেকে বিতাড়িত করা। বক্সার বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী জীবিত ব্যক্তিদের নিয়ে 1960 খ্রীষ্টাব্দে যে সমীক্ষা চালানো হয়েছিল তাতে দেখা যায়, প্রায় 70% এসেছিলেন কৃষক পরিবার থেকে এবং এদের বয়স ছিল 12 থেকে 18 বছরের মধ্যে। বাকীরাও সকলে ছিলেন দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ। তবে *পিকিং*-এর রাজসভা বক্সারদের সমর্থন করতে শুরু করলে প্রচুর রাজপুরুষ এবং জেন্ট্রি বক্সারদের মদত দিয়েছিল। 12-18 বছর বয়সী মেয়েরাও লাল-লন্ঠন বাহিনীর সদস্যা ছিলেন। মাঝবয়সী ও বর্ষীয়সী গৃহবধূগণ ছিলেন যথাক্রমে নীল লন্ঠন ও কালো লন্ঠন বাহিনীর অন্তর্গত। বিধবা রমনীরা ছিলেন সবুজ লন্ঠন বাহিনীর অন্তর্গত। এদের মধ্যে লাল লন্ঠনের সদস্যাদের সংখ্যা ছিল সর্বাধিক।

প্রাথমিক পর্বে এই বিদ্রোহে একাধারে *চিং* রাজবংশ-বিরোধী এবং বিদেশী-বিরোধী স্লোগান লক্ষ্য করা গেলেও পরের দিকে রাজসভা বিদ্রোহীদের মদত দিলে তারা রাজবংশের সমর্থক হয়ে ওঠেন। কিন্তু প্রথম থেকেই তাদের বিদেশী বিরোধিতার প্রসঙ্গে একটি সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। *জি. এন. স্টাইগার* বলেছেন, যেহেতু ধর্মীয় গোঁড়ামী চীনের ঐতিহ্য বিরোধী ছিল, সেহেতু বক্সাররা প্রকৃতপক্ষে খ্রীষ্টান বিরোধী ছিলেন না। আসলে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁদের ক্ষোভ খ্রীষ্টান বিরোধিতায় রূপান্তরিত হয়েছিল। এই বক্তব্য

আংশিক সত্য। কারণ, রক্ষণশীল চীনা বুদ্ধিজীবিগণ প্রচার করেছিলেন, খ্রীষ্টধর্মের অশুভ প্রভাব চীনের বর্তমান সঙ্কটের জন্য দায়ী। তাছাড়া মিশনারীরা চীনাদের সঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করত। সুতরাং পরিস্থিতিই চীনাদের খ্রীষ্টান বিরোধী করেছিল। তবে একটি পর্যায়ে খ্রীষ্টান বিরোধিতা ও বিদেশী বিরোধিতা একাকার হয়ে গিয়েছিল।

নানাস্থানে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়লে বিদেশী শাসকবর্গ শঙ্কিত হয়ে ওঠে। 1900 খ্রীষ্টাব্দের আগষ্টে জাপান, রাশিয়া, ব্রিটেন, আমেরিকা, জার্মানী, ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া এবং ইতালীর মোট 16,000 সেনা টিয়েন্টসিনের দিকে মনোনিবেশ করে। তারা বেশ কিছু অঞ্চলকে বক্সার বিদ্রোহীদের কাছ থেকে পুনরুদ্ধার করতে সফল হন। 1901-এর 16ই জানুয়ারী সম্রাজ্ঞী জু-সি এবং তাঁর প্রতিনিধি লি বিদেশীদের বিভিন্ন দাবী স্বীকার করে নিয়ে একটি প্রোটোকল স্বাক্ষর করেন। সেখানে চীনকে নানাভাবে ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। এটি আসলে চীনের সার্বভৌম ক্ষমতায় হস্তক্ষেপের সমান। এইভাবে খুব দ্রুততার সঙ্গেই বক্সার বিদ্রোহ দমন করা হয়েছিল।

প্রকৃতপক্ষে বক্সার বিদ্রোহীদের কোনো উন্নত মানের সামাজিক কর্মসূচী ছিল না। তাঁদের কোনো দক্ষ সংগঠনও ছিল না। সেদিক থেকে তাইপিং বিদ্রোহীদের থেকে তাঁরা অনেকটাই পিছিয়ে ছিলেন। তাই একদল ইউরোপীয় ঐতিহাসিক এই অভ্যুত্থানকে প্রতিক্রিয়াশীল বা *'Reactionary'* বলে চিহ্নিত করেছেন, যা পরিচালিত হয়েছিল *'mad fanaticism'* দ্বারা। কিন্তু ঐতিহাসিক *এপ্স্টেইন* এই বক্তব্যের বিরোধিতা করে বলেছেন, এই অভ্যুত্থানকে এরূপে বিচার করা আসলে *'...a crude imperialist label'* ছাড়া কিছুই নয়। তাঁর মতে, একদল *'cultured robbers'*, যারা চীনকে ভাগ করে গ্রাস করতে চেয়েছিল, তাদের বিরুদ্ধে চীনের সাধারণ মানুষ লড়াই করেছিল। চীনা ঐতিহাসিকরাও একে এভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন। বক্সার বিদ্রোহীরা সমসাময়িক বিশ্বে *মার্ক টোয়েন, লেনিন* প্রমুখের মতো বহু উদারনৈতিক ও গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষের সমর্থন ও সহানুভূতি লাভ করেছিলেন।

বক্সার বিদরোহীদের মতাদর্শগত কিছু ত্রুটি ছিল। তাঁরা ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাছাড়া তাঁরা বক্সিং (Boxing) অনুশীলনের মাধ্যমে জনগণকে আকৃষ্ট করার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁদের মনে হয়েছিল, বিভিন্ন জাদুবিদ্যার অনুশীলন ও রক্ষাকবচ তাঁদের অপরাজেয় করে তুলেছে। যদিও তদানীন্তন চীনের কৃষি সঙ্কট বক্সার বিদ্রোহকে ত্বরান্বিত করেছিল এবং বিদ্রোহীদের অধিকাংশই এসেছিলেন কৃষক পরিবার থেকে, তথাপি বক্সাররা ভূমিসংস্কারের ক্ষেত্রে কোনো সুস্পষ্ট কর্মসূচী গ্রহণ করেননি। *এরিক হব্সবম* তাঁর *"Primitive Rebels"* গ্রন্থে বলেছেন, এই বিদ্রোহ ছিল সামাজিক আন্দোলন এবং *"...primitive form of protest"*। এটা ছিল ডাকাতি, গ্রাম্য গুপ্ত সংস্থার প্রতিবাদী সংগ্রাম এবং *প্রাক-সর্বহারা* শহরে জনতার দাঙ্গার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। চীনের ভূস্বামী শ্রেণী এবং একদল রাজপুরুষ এই কারণেই বক্সার বিদ্রোহকে সমর্থন করেছিলেন যে, তাঁদের রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি পাশ্চাত্যের প্রগতিশীল ভাবধারার পরিপন্থী ছিল। আবার অনেকে তাঁদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন গোঁড়ামিকে ঘৃণা করলেও তাঁদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও দেশপ্রেমিক চেতনার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। চীনা কমিউনিস্ট পার্টি বহু বছর পরে এই বিদ্রোহকে স্বতঃস্ফূর্ত কৃষক বিদ্রোহ বললেও বিদ্রোহীদের অন্ধ বিদেশী বিরোধিতার জন্য তা সামন্ততন্ত্র বিরোধী সংগ্রামের রূপ নিতে পারেনি।

বক্সার বিদ্রোহের পূর্ববর্তী গণ-অভ্যুত্থানগুলির সঙ্গে এই বিদ্রোহের প্রকৃতিগথ পার্থক্য ছিল। বক্সার বিদ্রোহের নিজস্ব প্রকৃতি আলোচনা করার পর এখন যদি পূর্ববর্তী বিদ্রোহের সঙ্গে তার তুলনা করা হয়, তাহলে চিত্রটি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। বক্সার পূর্ববর্তী যে বৃহৎ গণ-অভ্যুত্থানটি চীনের ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে তা হল 1850-64 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অনুষ্ঠিত *তাইপিং বিদ্রোহ*। দুটি অভ্যুত্থানই চীনের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে গভীর রেখাপাত করেছিল। উভয় ক্ষেত্রেই চীনের সাধারণ মানুষ প্রতিবাদের ধ্বজা তুলে ধরেছিল এবং দুটি ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠানবিরোধী প্রতিবাদের ধারা প্রতিফলিত হয়েছিল। কিন্তু কর্মসূচী ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে দুটি বিদ্রোহের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

ব্রিটেনের হাতে চীনের পরাজয় চীনের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতাকে বিঘ্নিত করলে এবং চীনের বিভিন্ন স্থানে ব্রিটিশরা *'Extra Territorial Rights'* অর্জন করলে চীন একটি আধা-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের পরিণত হয়েছিল। বিদেশী আগ্রাসনের মুখে চীনের মাঞ্চু সরকারের দুর্বলতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ফলে প্রশস্ত হয়েছিল মাঞ্চু বিরোধী জঙ্গী অভ্যুত্থানের পথ, যার ফলশ্রুতি ছিল *তাইপিং বিদ্রোহ*। অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবে চীনের অর্থনৈতিক ক্ষতি, বিদেশী কনসাল এবং মন্ত্রীদের দুর্ব্যবহার এবং আগ্রাসী খ্রীষ্টান মিশনারীদের আচরণ চীনাদের আত্মমর্যাদাবোধ ও জাতীয়তাবাদী দম্ভে আঘাত করলে বক্সার বিদ্রোহের প্রেক্ষাপট তৈরী হয়। সুতরাং তাইপিংদের অভ্যুত্থান ছিল মূলত মাঞ্চু শাসন বিরোধী বিদ্রোহ, যার মূল লক্ষ্য ছিল মাঞ্চুদের অপশাসন থেকে চীনকে মুক্ত করা। এই মাঞ্চুবিরোধী জেহাদ ছিল জাতীয়তাবাদী আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত।

বক্সার বিদ্রোহেও জাতীয়তাবাদী অনুপ্রেরণা কাজ করলেও তার প্রকৃতি ছিল আলাদা। বিদ্রোহের প্রাথমিক পর্বে তা ছিল একই

সঙ্গে মাঞ্চু রাজবংশবিরোধী এবং বিদেশী বা ইউরোপীয় বিরোধী। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই তাদের আক্রমণের মূল লক্ষ্য হয় বিদেশীরা। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, এর কারণ ছিল দরবারের একাংশের প্রত্যক্ষ মদত। মনে রাখা দরকার, বক্সাররা চীং রাজদরবারের একাংশের সমর্থন পেলেও চীং রাজতন্ত্র কিন্তু সর্বশক্তি নিয়োগ করে তাইপিং বিদ্রোহ দমন করেছিল। বক্সারদের দমন করার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল বিদেশী শক্তিবর্গ। তাইপিং বিদ্রোহের পরবর্তী পর্যায়ে বিদেশীরা তাইপিং বিদ্রোহের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়েছিল। সুতরাং তাইপিংরা একই সঙ্গে রাজতন্ত্র এবং বিদেশীদের বিরোধিতা এবং বক্সাররা শুধুমাত্র বিদেশীদের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন।

বক্সার বিদ্রোহের সময়কাল অনেক পরে হলেও বক্সার বিদ্রোহীদের মধ্যে আশ্চর্যজনক ভাবে প্রাক-আধুনিক সনাতন ধ্যানধারণার প্রভাব থেকে গিয়েছিল। ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর তাঁরা অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। কোনো সুস্পষ্ট মতাদর্শ নয়, তাঁরা কতকগুলি অস্পষ্ট এবং যুক্তিহীন কার্যকলাপ দ্বারা জনগণকে আকৃষ্ট করার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তাইপিং বিদ্রোহীরা একদিকে সামাজিক মুক্তি অর্জন এবং অন্যদিকে আধুনিক কৌশল আয়ত্ত করার জন্য উদগ্রীব ছিলেন। *কৃষকের স্বর্গরাজ্য' বা 'Peasant Utopia'* গঠন, মাঞ্চুবিরোধী জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি ধ্যান-ধারণার সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছিল পাশ্চাত্যের আধুনিক ধ্যান-ধারণা। সুতরাং তাইপিং মতাদর্শে আধুনিকতার সুস্পষ্ট প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।

তাইপিং বিদ্রোহীদের নিজস্ব ধর্মের উপর খ্রীষ্টান ধর্মের সুস্পষ্ট প্রভাব ছিল। কিন্তু রক্ষণশীল চীনা বুদ্ধিজীবিদের দ্বারা প্রভাবিত বক্সার বিদ্রোহীরা ছিল পুরোপুরি খ্রীষ্টান ধর্মের বিরোধী। এর জন্য ক্রমবর্ধমান মিশনারী কার্যকলাপকে দায়ী করা যায়। বক্সার বিদ্রোহের তুলনায় তাইপিং বিদ্রোহ অনেক বেশী ব্যাপকতা ও স্থায়ীত্বের অধিকারী ছিল। তাদের সাংগঠনিক ভিত্তি এবং কর্মসূচীর দিক থেকে তারা বক্সারদের থেকে অনেক বেশী অগ্রসর ছিলেন। নারী ও পুরুষকে সমান মর্যাদার আসনে বসিয়ে, তাইপিংগণ কনফুসীয় ঐতিহ্যের বিরোধিতা করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তারা ভূমিব্যবস্থা সংক্রান্ত যে দলিল প্রকাশ করেছিল, তাতে সমতা ভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার ব্যাপারে একটা সুস্পষ্ট ধারণা লক্ষ্য করা যায়।

বক্সার বিদ্রোহের দিকে তাকালে বোঝা যায়, তাঁদের কোনো উন্নত মানের সামাজিক কর্মসূচী ছিল না, সাংগঠনিক দক্ষতাও ছিল না। খ্রীষ্টান ও পশ্চিমীদের বিরোধিতার মধ্যে তাঁরা তাঁদের কর্মসূচী সীমিত রেখেছিলেন। তাঁদের সামনে বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে তোলার কোনো পরিকল্পনা ছিল না। কিন্তু তাইপিংরা একটি বিকল্প রাষ্ট্র ব্যবস্থার সন্ধান দিয়েছিলেন। সেদিক থেকে বলা যায়, পূর্ববর্তী আন্দোলনের তুলনায় বক্সার বিদ্রোহীরা অনেকটাই পিছনে ছিলেন।

তবে দুটি বিদ্রোহের মধ্যে কতকগুলি সাদৃশ্যও লক্ষ্য করা যায়। উভয় ক্ষেত্রেই চীনের গুপ্ত সমিতিগুলির সক্রিয় ভূমিকা ছিল। *জঁা শোনো* তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে বলেছেন, চীনের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গুপ্ত সমিতিগুলি সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। লক্ষণীয় বিষয়, দুটি অভ্যুত্থানেই শ্রেণীভিত্তি ছিল মোটামুটি একই রকম। বিশেষত দরিদ্র কৃষকদের অংশগ্রহণ দুটি বিদ্রোহের মধ্যে সাদৃশ্যকে স্পষ্ট করে তোলে। কিন্তু অনেক পরবর্তীকালের বিদ্রোহ হওয়া সত্ত্বেও বক্সার বিদ্রোহের আদর্শগত সঙ্কীর্ণতা, সাংগঠনিক দুর্বলতা এবং শ্রেণীগত অসচেতনতা একে দুর্বল করেছিল। এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী কৃষক অভ্যুত্থানের সঙ্গে, বিশেষত তাইপিং বিদ্রোহের সাথে এর পার্থক্য সুচিহ্নিত হয়ে যায়। পরিশেষে এক কথায় বলা যায়, বিশ্বের মানব মুক্তির ইতিহাসে অন্যতম মহান সংগ্রাম হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে তাইপিং বিদ্রোহ। আর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত ছিল বক্সার বিদ্রোহ। দুটি বিদ্রোহের শ্রেণী চরিত্র অনেকটা এক হওয়া সত্ত্বেও এখানেই এরা আলাদাভাবে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল।